পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ও বৈদ্যুতিন শাসন ঃ সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

স্বাতী ঘোষ [1]

উন্নয়ন শীল দেশগুলিতে যদি সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটাতে হয় তাহলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গ্রামীণ ভারতে পঞ্চায়েত স্তরে এই ব্যবস্থা একদিকে যেমন তৃণমূল স্তরের গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে অন্যদিকে সফল করতে হয় তাহলে ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধিকে বিকেন্দ্রিতভূত করতে হবে।আঞ্চলিক স্তরের বিকাশকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেন সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের রোজগারের সংস্থান করতে হবে এবং গ্রামীণ মানুষের মধ্যে এই চেতনা নিয়ে আসা দরকার যে উন্নয়নের সুফল দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম মানুষ ভোগ করতে পারবে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটাতে পারে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, বাসস্থান ও শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে। যেকোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য গৃহিত নীতিগুলির সাফল্য নির্ভর করে সঠিক তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এই সঠিক তথ্য পরিবেশনের জন্য প্রয়োজন হল তথ্য – প্রযুক্তিবিদ্যার উপযুক্ত ব্যবহার। আধুনিককালে উন্নয়নের সবথেকে বড় মাপকাঠি হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাপকাঠি। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি পূরণের মধ্য দিয়ে দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদান করা। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব হল তথ্য-প্রযুক্তির পৃথিবি। যেখানে গোটা বিশ্বকে হাতের তালুতে আনা যায়। আঙ্গুলের একটি ছোঁয়ায় যেমন বিশ্বের যেকোন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শি হওয়া যায় তেমন ভারতের যেকোণ প্রান্তে বসে বিদেশি যেকোণ দেশের কর্মচারি হিসাবে কাজ করতে পারা যায়।ফলে তথ্য –প্রযুক্তিকে সঙ্গে করে ভারতে প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যুতিন শাসন অনেক বেশি উন্নয়ন বা মানবাধিকারের মতো বহু চর্চিত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে পড়েছে।কারণ বর্তমানে উন্নয়ন ধারণা শুধুমাত্র অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, স্বাধীনতাহীনতার মূল উৎসগুলিকে নির্মূল করা এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই আজকের দিনে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি (২০০০ সালে রাষ্ট্রসংঘে গৃহিত Millennium Development Goals) বা অর্মত্য সেনের উন্নয়ন ও স্ব- ক্ষমতা ধারণায় (শিক্ষার সুযোগ ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা) মূলত যখন জোর দেওয়া হয় স্বাধীনতার উপর তখন উন্নয়ন চিন্তায় অধিকার কেন্দ্রিক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন ও স্ব- ক্ষমতা আলোচনায় [i] বলেছেন, মূলত উন্নয়নের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে অর্থাৎ জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত উপার্জন বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরনের উপর জোর দেওয়ার ধারনাকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ স্বাধীনতা হীনতার প্রধান উৎসগুলিকে নির্মূল করা। এগুলি হল দারিদ্র ও অত্যাচার, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, নিয়মিতভাবে সামাজিক স্তরে বঞ্চনা, জনসাধারনের কল্যাণের উপেক্ষা, অসহিষ্ণুতা বা রাষ্ট্রের উদ্ধত কার্যকলাপকে বন্ধ করা। প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এইসব মৌলিক স্বাধীনতা গুলিই উন্নয়নের রূপ বিশেষ। স্বাধীনতা অর্জন উন্নয়নের শুধু মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তার প্রধান পন্থা বটে। উন্নয়নের প্রকৃত রূপ বুঝতে গেলে সামর্থ্য, অর্থনৈতিক ধনসম্পদ এবং আপন ইচ্ছামতো জীবনযাপনের সামর্থ্য - এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।আজকের দিনে জাতিপুঞ্জে ২০০০ সালে গৃহীত সহস্রাব্দের উন্নয়ন ধারনায় (বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে(http://mdgs.un.org/und/mdg) উন্নয়ন প্রশ্নে দারিদ্র দূরীকরণ থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা, জৈবিক ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার মতো বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতা বিষয়টিকে আলাদা মাত্রা প্রদান করেছে।

অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন চিন্তার প্রকাশ

আশির দশকের শেষ থেকে উন্নয়ন ধারনায় পরিবর্তন আসে।স্থায়ী উন্নয়ন ধারনা গড়ে ওঠে। নাগরিক সমাজ ধারনা জোরদার হওয়ায় অর্থনীতি নির্ভর এই উন্নয়ন ধারণা বহুলাংশে সমালোচিত হয়। এই অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারনা পরিবর্তিত হয় সাম্য, দারিদ্র দূরীকরণের মতো অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারনায়।[ii] প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব[iii] দেয় বঞ্চিত জনগণকে তাদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা পূরনে দ্রব্য ও পরিষেবা প্রদান করার উপর।এগুলি হল- খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থান, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও জল। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে,সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচী অর্মত্য সেন ও মহবুব উল হকের লক্ষ্য [ভিশন] অনুযায়ী মানব উন্নয়ন ধারনা[iv] ব্যবহার করে। এখানে পার্থিব সুখ-

[1] সহ - অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কুলটি কলেজ

স্বাচ্ছন্দ্য থেকে মানুষের প্রয়োজন ও সমাজের লক্ষ্যগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যেমন – শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উচ্চমানদন্ড,কর্ম ও বিশ্রামের বিস্তৃত সুযোগ তৈরি, ব্যক্তির স্ব ক্ষমতা ও পছন্দের বৃদ্ধি ঘটান প্রভৃতি। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১৯৯৮ সালে একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহন ও ১৯৯৯ সালে এটি প্রযুক্ত করে যার নাম comprehensive development framework [CDF]। এর লক্ষ্য হল উন্নয়নের জন্য এমন কর্মসূচী গ্রহন করা যা দারিদ্র দূরীকরনে সাহায্য করবে এবং উন্নয়নের সমস্ত উপাদানগুলির [সামাজিক, মানবীয়, কাঠামোগত, পরিবেশগত,শাসন বিভাগীয়, ম্যাক্রো অর্থনীতি এবং আর্থিক] মধ্যে নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। মানব অধিকার কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যে উন্নয়নে সাহায্য করবে এমন ধারনা নিয়ে আসেন অস্ট্রেলিয়ার মানব অধিকার কাউন্সিলের অ্যান্ড্রে ফ্রাংকোভিটস।[v] এই অধিকার নির্ভর উন্নয়ন হল [vi] মানব উন্নয়নের পদ্ধতির জন্য ধারনাগত কাঠামো।যা আন্তর্জাতিক মানব অধিকারের মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা মানব অধিকারকে উৎসাহিত ও রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে যে বিষয় গুলি যুক্ত সেগুলি হল- অধিকারের প্রতি যোগসূত্র প্রকাশ, দক্ষতা, স্বক্ষমতা, অংশগ্রহন,ভবঘুরে [venerable] গোষ্ঠির প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ ও মনোযোগ স্থাপনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্মত্য সেনের স্ব –ক্ষমতা ধারনাকে ব্যবহার করেছেন মানব অধিকার ও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপর।উন্নয়ন সম্পর্কে এই চিন্তা বর্তমান আলোচনায় প্রাধান্য পাবে।

বৈদ্যুতিন শাসনের ধারণা

আর্থ-সামাজিক এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বৈদ্যুতিন বিপ্লবের ছোঁয়া লাগেনি। সরকারও খুব দ্রুত এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে জনগনকে ভালো তথ্য ও পরিষেবা প্রদানের জন্য। বিশ্ব বা আঞ্চলিক যে কোন প্রক্ষিতই হোক না কেন গোটা বিশ্বের বৈদ্যুতিন শাসনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। সরকার তার তথ্য ও পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে একে উন্নত করেছে। ফলে উন্নত শাসন ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কাম্য হয়ে উঠেছে। তবে বৈদ্যুতিন শাসন[vii] বলতে শুধু ই-মেল নির্ভর সরকার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারী পরিষেবা প্রদান বা ডিজিট্যাল সরকারী তথ্য বা বৈদ্যুতিন মজুরি প্রদানকেই বোঝায় না। এটি জনগণের সঙ্গে সরকারের সংযোগ স্থাপন করে।এটি পরিবর্তিত করে সরকারের সঙ্গে জনগণ কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে তার থেকেও বেশি পরিবর্তিত করে জনগণ নিজেদের মধ্যে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

এই বৈদ্যুতিন শাসনের লক্ষ্য হল সুশাসনের লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানো। তাই তার স্বপ্ন হবে SMART (Simple Moral Accountable responsive & Transparent) সরকার গঠন করা। আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে ,সরকারের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, সরকারের সঙ্গে জনগনের ,সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর যোগাযোগ তৈরি করতে এটি সচেষ্ট। এক্ষত্রে বিভিন্ন স্তর ও গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার হয় যা সরকারের উদ্দেশ্যপুরনের গুণগত মানকে বৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা হল বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির ব্যবহার যা তথ্য পদ্ধতিকরন, জমা ও বিতরনের সঙ্গে যুক্ত। তথ্য সংক্রান্ত যাবতীয় মানবীয় কার্যকলাপের সঙ্গে এটি জড়িত। জনগণের সঙ্গে বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান করা হয়।। তথ্য ও প্রযুক্তি যে কাজ করে সেটি হল তথ্য ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এটি নির্ভর করে পরিমান বৃদ্ধি ও সুযোগ বৃদ্ধির উপর। বৈদ্যুতিন শাসন ধারনার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জন্য বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ব্যবহারের ধারনা যুক্ত। যা সরকারের সঙ্গে জনগণের, সরকার সঙ্গে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিককরণ, সরকারি ও ব্যবসায়িক সকল ক্ষেত্রকে উন্নত ও সরল করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

গ্রামীণ উন্নয়ন মূলক অধিকার চিন্তার সঙ্গে বৈদ্যুতিন শাসনের সম্পর্ক

উন্নয়নের সঙ্গে মানবাধিকারের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা আজ সর্বজনবিদিত। কারণ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন ঘোষনাপত্রে এই সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা পাওয়ায় উদ্দেশ্যে নথিভুক্ত। কোন বর্ণ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনীতি বা অন্য কোন মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উদ্ভব, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য অবস্থার জন্য কোন পার্থক্য করা যাবে না। আবার জাতিসংঘের ১৯৮৬ সালেঘণার ঘোষনাপত্র অনুযায়ী, উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া। যার লক্ষ্য হল জনগণের সর্ব ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও উন্নয়নে তাদের সক্রিয়, মুক্ত, অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা বন্টনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।আবার উন্নয়নে বৈদ্যুতিন শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ বৈদ্যুতিন শাসনের উদ্দেশ্য হল SMART সরকার গঠন করা।

উন্নয়ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় এই দুটি বিষয় অত্যন্ত আলোচিত দুটি বিষয়। কারণ গ্রামীণ উন্নয়ন ও তথ্য- প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্কটি নিবিড়। আর গ্রামীণ ভারতের উন্নয়ন ততক্ষণ সম্ভব হবে না যতক্ষন না জনগণের মধ্যে ব্যবহার ও আচরণের পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। উন্নয়নে যোগাযোগকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাতে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার

ভিত্তিতে যোগাযোগের ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যানেল, তথ্যপ্রযুক্তি, অডিও, ভিডিও ও মিডিয়ার মাধ্যমে। গ্রামে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় চোখে পড়ে সেগুলি হল-

১] তথ্যের অভাব [তথ্য প্রদানকারীর এবং স্থানীয় যোগাযোগের অভাবে]
২] দন্দমূলক বার্তা [জানা কঠিন কোনটি প্রাসঙ্গিক আর কোনটি প্রাসঙ্গিক নয়/ সঠিক তথ্য কি?
৩] যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব
৪] উন্নত তথ্য প্রযুক্তির পরিকাঠামো অভাব ও নিম্ন মানের তথ্য প্রযুক্তির দক্ষতা

এক্ষেত্রে উন্নয়নে যেসব ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলি হল-
১] উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান সূত্র বার করতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও তা বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
২] জনগণকে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে সচল করে তোলা এবং সমস্যার সমাধান ঘটানো। এর সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে ভুলভ্রান্তি আছে তা দূর করা।
৩] উন্নয়ন সঙ্গে যুক্ত এজেন্টদের পান্ডিত্যমূলক ও যোগাযোগ কেন্দ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা জনগণকে আরো কার্যকর করার কথা শোনাতে পারে।
৪] তৃনমূল স্তরে প্রশিক্ষণ ও প্রসার মূলক কর্মসূচী ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও প্রযুক্তির ব্যবহার যা তাদের গুনগত মান বৃদ্ধি করে।
এইভাবে অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণায় বৈদ্যুতিন শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান আলোচনায় কিভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের অধিকার কেন্দ্রিক ধারণায় [খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থান, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও জল] বৈদ্যুতিন শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেক্ষত্রে কি কি সুবিধা ও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

বর্তমান সময়ে প্রতিটি দেশে সুশাসন স্থাপন করা হল দেশের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আর সুশাসনের অন্যতম মাপকাঠি হল মানবাধিকার রক্ষা করা। তাই সেদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে বৈদ্যুতিন শাসন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কারণ বৈদ্যুতিন শাসন SMART সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এই শাসন একদিকে যেমন তথ্য পরিবেশনে সাহায্য করে অন্যদিকে তেমন বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় কি কি পদক্ষেপ গৃহিত হয় সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। নতুন ডিজিট্যাল সংযোগ যেভাবে গড়ে ওঠে তাহল[viii] –

- সরকারের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করে যা চিন্তা –ভাবনায় এক সামগ্রিক চিন্তার প্রকাশ ঘটায়।
- সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন এবং নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় যা দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে।
- সরকার ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠি এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় যা পরিষেবা ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসে।
- বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় যা শিক্ষা ও চেতনার বিকাশ ঘটায়।
- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৈদ্যুতিন শাসন সরকারের কর্মক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিশেষ করে কার্যপ্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয়তা প্রদান করে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করা এবং যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময় তথ্য প্রদান করে।এছাড়া নতুন ধরনের তথ্য প্রদান করে পরিষেবা ব্যবস্থায় নতুনত্ব নিয়ে আসে। এর ফলে উন্নয়নের জন্য শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আসে। সেগুলি হল [ix]-শাসন ব্যবস্থা কম খরচ সাপেক্ষ, চটজলদি, অনেক বেশি, অনেক ভালো, উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন কাজ করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রধান সমস্যা হল এখানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজকর্ম অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ, তার উপর খুবই সামান্য বিতরণের ব্যবস্থা থাকে এবং এর কোন পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া ও জবাবদানের কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন শাসন একটি আবার নতুন পথের দিশা দেখায় যা সরকারি কাজকর্মের পদ্ধতিগত বিষয়ের উন্নয়ন ঘটায়, নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে এবং ভিতরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা করে। ফলে উন্নয়নের সঙ্গে বৈদ্যুতিন শাসনের একটি সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবার উন্নয়ন প্রশ্নে এখন মানবাধিকারের স্থান সর্বাগ্রে। কারণ অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা থেকে শুরু করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন করার অধিকার [The Right to Development] ধারনা সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্য হল স্বাধীনতা অর্জন,দারিদ্র দূরীকরণ,সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি। উন্নয়নের অধিকার কেন্দ্রিক পদ্ধতি সমাজের সব থেকে উপেক্ষিত,বঞ্চিত ও প্রান্তিক শ্রেণির জন্য। এই সাম্যনীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল-[x]

১] সুযোগ-সুবিধা বন্টনে সাম্য নীতি যেন প্রতিফলিত হয়।

২] সমাজে কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হবে না। জাতি,ধর্ম,বর্ণ,লিঙ্গ,ভাষা,রাজনীতি বা অন্য কোন মতাদর্শ,জাতীয় ও সামাজিক উদ্ভব,সম্পত্তি বা জন্মগত মর্যাদা কোন ভিত্তিতেই সুবিধাভোগকারিদের মধ্যে বৈষম্য করা তো যাবেই না, এজেন্টদের মধ্যেও না।

৩] উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ব্যবহার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করা যে তারাও এই কর্মসূচীর মালিক এবং তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করা।

৪]অপূর্ণ অধিকারগুলির জন্য দায়বদ্ধতা গড়ে তোলা এবং সেগুলি পরিমাপ শোধনের ব্যবস্থা করা। যেকোন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীতে দায়িত্ব ধারক ও তাদের বাধ্যবাধকতাকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫] দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা খুবই প্রয়োজন।কারণ কর্মসূচী এমন ভাবে বর্ণিত হয় যাতে বিভিন্ন কার্যকলাপ ও কারকের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক ও যোগসূত্র ফুটে ওঠে।

কিভাবে বৈদ্যুতিন পরিষেবা পাওয়া সম্ভব

- **বৈদ্যুতিন স্বাস্থ্য পরিসেবা-**

একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রধান আঞ্চলিক হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলে। দক্ষ চিকিৎসক, টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত পরামর্শ যেমন লাভ করা যায় ঠিক তেমন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য লাভ করা যায়।

- **ওয়েব ভিত্তিক এবং মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার**

প্রত্যন্ত গ্রামীন অঞ্চলে দরিদ্রের হার যেমন বেশি তেমনই শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি সমান ভাবে লক্ষ্য করা যায়।এজন্য ভারত সরকার অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করে।অথচ উপযুক্ত তথ্য ও পরিকাঠামোর অভাবে সেই কর্মসূচীগুলি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। এক্ষেত্রে মোবাইল, রেডিও, দূরদর্শন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই তথ্য প্রদানের মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব।

- **বৈদ্যুতিন শাসনের প্রতিষ্ঠান নির্মান**

একটি বৈদ্যুতিন প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে।যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কিভাবে সরকারি পরিষেবা ও কাজকর্মের পাশাপাশি প্রশাসনিক বিভাগে উন্নত যোগাযোগ তৈরি করতে পারবে। আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক,প্রশিক্ষণ ও গবেষনার কাজ করতে পারবে।

- **শাসনব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন-অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উন্নত মতামত গঠন করে বৈদ্যুতিন শাসন নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ভোগের পরিবেশ তৈরি করে।

যেসব পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব সেগুলি হল[xi] -

ব্যক্তিকেন্দ্রিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা সংগঠিত করা তখনই সম্ভব যখন ওয়্যারলেস যোগাযোগের মাধ্যমে [voice এবং SMS/তথ্য গ্রহণ], মেল –ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমেও যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

- **বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি** ক্ষমতাবান হয় ইন্টারনেট,ইমেল এবং ওয়্যারলেস যোগাযোগ-ের মাধ্যমে গণ মাধ্যম, অন্যান্য বেসরকারি সংগঠন,জাতীয় সরকার ও অতিরিক্ত জাতীয় সরকারি ক্ষমতা সম্পন্ন সংগঠনের সঙ্গে যে কোন জায়গায় যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।
- **জাতীয় সরকারি বিভাগ** জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য সনাতন গণ মাধ্যম যা পরোক্ষ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে তা টিভি, রেডিও হতে পারে এবং বর্তমানের নেটওয়ার্ক ভিত্তিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও আইন বা জাতীয় নীতি লাভ করার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়।
- **অতিজাতীয় সরকারি ক্ষেত্র**

আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও বেসরকারি সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ প্রদানের জন্য এই ধরনের যোগাযোগ করা হয়।

মানবাধিকার রক্ষায় তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার চারটি স্তর ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ব্যক্তি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সরকার ও অতি জাতীয় সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্ডা, আইন ও চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য লাভের জন্য উন্নত ও শক্তিশালী তথ্য – প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।মানবাধিকার রক্ষায় যাতে মানুষের কাছে সঠিক তথ্য লাভ করা যায় তার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশন নয়, তথ্যের বিচার করতে তুলনামূলক আলোচনায় বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।তাই বৈদ্যুতিন শাসন একদিকে যেমন সাধারণ তথ্য সরবরাহ করে স্বচ্ছ-গ্রহণযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে অন্যদিকে বিভিন্ন সংগঠন ও নেটওয়ার্কে বিভিন্ন তথ্যের মধ্য দিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় আসা যায়।আবার কোন ধরনের মানবাধিকার বেশিরভাগ দেশে রক্ষিত হয় তা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মানবআধিকার সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা লাভে সাহায্য করে।

বৈদ্যুতিন শাসন বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় ও তার সমস্যা

বৈদ্যুতিন শাসন বাস্তবায়নে ভারত সরকার কেন্দ্র, রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতদূর সফল হয়েছে তা দেখার জন্য বিভিন্ন স্তরে তাদের অবস্থান অনুযায়ী বিচার করা হবে।

এখানে মৃনালিনি শর্মাকে[xii] অনুসরণ করে বিভিন্ন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করলে পাওয়া যাবে-

প্রথম স্তরঃ তথ্যপ্রদান

এই স্তরে সরকারি তথ্য প্রদান করা হয় যাতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারি বিভিন্ন তথ্য লাভ করতে পারে।এটি হল সরকার থেকে নাগরিকদের মধ্যে তথ্য প্রদান।সময় উপযোগী তথ্য প্রদানের জন্য সরকারি নীতি পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সুবিধা হল প্রধান। ভারতে কেন্দ্র ও প্রতিটি রাজ্য সরকারের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে। নীতি ও নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলীর জন্য তথ্য প্রদান করা হয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় স্তরঃ লেনদেন

এই স্তরে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সরকারের সঙ্গে অনলাইনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্থাপন করতে পারে। বিভিন্ন ফর্ম পূরণ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, বীমা ও আয়কর বিভাগ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, রেল ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ চলে। অনলাইনে পরিষেবা প্রদান,অনলাইন লেনদেন,তথ্য নির্ভর অনলাইন লেনদেন [অর্থ],ই-মেল, ই-মেলের মাধ্যমে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ, অনলাইন ঐচ্ছিক পোল প্রভৃতি চলতে থাকে।

তৃতীয় স্তরঃ উল্লম্ব সংযুক্তিকরণ [আন্তঃবিভাগীয় আত্তীকরণ]

এই স্তরে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক, স্থানীয় ব্যবস্থার মধ্যে মসৃণ ও কার্যকরী সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে উল্লম্ব যোগাযোগ চলতে থাকে।এই ক্রিয়া উর্দ্ধ বা নিম্নগামী হতে পারে।ব্যাঙ্ক, রেল ও আয়কর বিভাগে এই যোগাযোগ চলতে থাকে।

চতুর্থ স্তরঃ অনুভূমিক সংযুক্তিকরণ [বিপ্লব]

এই পর্যায়ে সব স্তরে যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হবে।২০০৭ সালে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ও ভারতী এয়ারটেল যৌথভাবে একটি কাজ করে যাতে মোবাইলের মাধ্যমে অর্থের লেনদেন হতে পারে। এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক,ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সারা বিশ্ব জুড়ে মানব জীবন-যাত্রায় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হিমালয়ের প্রত্যন্ত এলাকার পীথোরাগড় নামে ব্যাঙ্কহীন একটি গ্রামেও এর চরম প্রভাব দেখা যায়। one stop shopping ধারনার মতো সরকারি ও প্রশাসনিক পরিষেবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে তথ্য- প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ বিস্তৃত হবে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিন শাসনের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ

Computerized Rural Information System Project [CRISP]: এর লক্ষ্য হল জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীতে সাহায্য করা কম্পিউটার নির্ভর তথ্য প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে। CRISP সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

National E-Government Action Plan [2003]: জাতীয় বৈদ্যুতিন সরকার কার্যকর পরিকল্পনা যে বিষয়গুলি গুরুত্ব দেয় সেগুলি হল-১] সর্বপরি দৃষ্টিভঙ্গি.মিশন কৌশল দৃষ্টিভঙ্গি ২] বৈদ্যুতিন প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশল ও পরিকাঠামো গঠন ৩] মানব সম্পদ কৌশল ৪] সম্বনিত পরিষেবা কেন্দ্র ৫]

State Wide Network Area Project [SWAN সরকারি পরিষেবা যাতে অতি সত্বর পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য ব্লক পর্যায়ে উচ্চ গতি, উচ্চ সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা চালু করা হয়।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিন শাসনের পরিকল্পনা

e-Choupal কৃষি হল ভারতের মেরুদন্ড। ভারতের কৃষকরা অনেক এজেন্টদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করার জন্য। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরের এজেন্টরা তাদের লাভের অংশ রাখতে ব্যস্ত। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এমনকি কিছু এজেন্ট আছে যারা বাজারের তথ্য যাতে পৌঁছাতে না পারে তার ব্যবস্থা করে। ভারতের দরিদ্র কৃষকদের এর হাত থেকে রক্ষা করতে the International Business Division of Indian Tobacco Company (ITC-IBD] এই পরিকল্পনা গ্রহন করে। যার অর্থ হল গ্রামে সম্বনিত হওয়ার জায়গা। *Drishtee: এটি হল গ্রামীণ মডেলে ক্রেতার জিনিসপত্র ও মৌল পরিষেবা প্রদানের জন্য। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। Akashganga: গ্রামে দুধ উৎপাদনকারীদের সুবিধা প্রদান করতে এটি করা হয়েছে। গ্রামীণ সমবায় সংগঠনে এটি করা হয়।* Uttarsanda Dairy Cooperative Society গুজরাটে প্রথম এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘঠে। প্রতিটি কৃষককে একটি করে প্ল্যাস্টিকের পরিচিতি পত্র প্রদান করা হয়। যখন Raw Milk Receiving Dock(RMRD) পৌঁছানো হয় তখন এই কার্ডের আপডেট করা হয়। *Gyandoot: মধ্যপ্রদেশে সম্প্রদায় কেন্দ্রিক নিজস্ব চিন্তাভাবনার জন্য এটি করা হয়। বিশেষ করে দারিদ্র দূরীকরণ ও তপসীল উপজাতিদের জন্য এটি করা হয়। এটি ডায়েল আপ সংযোগের মাধ্যমে এটি করা হয়।জেলা পঞ্চায়েতে একটি কম্পিউটার স্থাপনের মধ্য থেকে এটি কাজ করা হয়। Jagriti E-Sewa:* যথাযথ সাশ্রয়ী মূল্যের, আকার পরিবর্তনযোগ্য এবং টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে এটি করা হয়। এখানে LINUX র মতো লাইসেন্স মুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজ করা হয়। যা ডায়েল আপ সংযোগের মাধ্যমে যে কোন ভাষা গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে। *Rural Access to Services through Internet (RASI):* Sustainable Access in Rural India (SARI) র নাম হয় রাসি। ইন্টারনেট ও কর্ণস্বরের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয় তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলাতে।

Tata Kisan Kendra (TKK): উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানাতে কৃষকদের ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে মৃত্তিকা, ভূস্তরের জল ও আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয় সঠিক সময়ে। ডিজিট্যাল মানচিত্রের মাধ্যমে প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়। LokMitra: হিমাচল প্রদেশ জাতীয় তথ্য কেন্দ্র উন্নয়নের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য প্রদান করা হয় ও অভিযোগ হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়। আপডেট তথ্যের মাধ্যমে এটি করা হয়।

N-Logue এন্টারনেট ও টেলিকম পরিষেবার মাধ্যমে ছোট গ্রামগুলিতে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। Bellandur Project গ্রামপঞ্চায়েতে ই-সরকারের সমাধানের জন্য এটি করা হয়। এটি পঞ্চায়েতে সদস্য ও গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে। Kisan Call Centres কৃষিবিভাগ ও মন্ত্রণালয় থেকে আঞ্চলিক ভাষায় এই কাজ করা হয় কৃষকদের পক্ষ থেকে যেসব বিষয় গুলি উঠে আসে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিন শাসনে বিভিন্ন রূপ

বৈদ্যুতিন গ্রাম [ই-ভিলেজ]

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামের জনগণকে আরো ভালো পরিষেবা প্রদান করার জন্য জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধিকরন, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ, গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জল সরবরাহ ও রাস্তার আলোর ব্যবস্থা প্রদানের জন্য বৈদ্যুতিন পরিষেবা প্রদান করা হয়। গ্রামের বাসিন্দারা ইন্টারনেট সংযোগ ও নেট,সাইবার কাফে ও ব্যাংকের মধ্য দিয়ে এই পরিষেবা প্রদান করা হয়। গুজরাটের পাখভেদা গ্রামে এই পরিষেবা চালু হয়েছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ব্যবস্থা [HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SERVICES] সাধারণ হাসপাতালের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে তথ্য ও প্রযুক্তিকেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদানের জন্য গুজরাটের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। রুগীর যত্ন, ইতিবাচক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রদানের জন্য এটি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও clinical & diagnostic tools এর জন্য অনলাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও review প্রদান করা হয়।

ই-ধারা [E-DHARA]

রাজ্য জুড়ে ভূমি নথিকভুক্তকরনের Land Records][জন্য সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারকৃত ব্যবস্থা চালু করা হয়। কায়িক নথিভুক্তকরন [Manual Records] সরিয়ে ফেলা, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্থানান্তরকরণ [mutation] পদ্ধতি চালু করা হল এর প্রধান লক্ষ্য।

কৃষি ব্যবস্থায় তথ্য -প্রযুক্তিবিদ্যা

তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থায় গ্রামীণ প্রটাল [Rural Portal] ব্যবহার করে চব্বিশ ঘন্টা আঞ্চলিক ভাষায় অডিও ও ভিডিও –এর মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করা হয়। এর জন্য কৃষি সম্পর্কিত ওয়েব সাইটে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারে বিভিন্ন ওয়েব সাইটগুলি হল www.kisan.net, www.agriwatch.com, www.agrisurf.com etc. Rural Cam. এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষকরা বিভিন্ন জায়গায় সারা বিশ্ব জুড়ে পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রগুলির অবস্থান এবং তার ছবি দেখতে পায়। যাতে তারা নিজেদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারে। E-Agricultural Markets এর মাধ্যমে কৃষকরা বাজার দর, তার চাহিদা ও উন্নত বীজ, সার সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য লাভ করে যা তাদের বৈদ্যুতিন বাণিজ্য তৈরিতে সাহায্য করে।

পানীয় জল সরবরাহ ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অনলাইন রক্ষণাবেক্ষণ

পানিয় জল সরবরাহ ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য অনলাইনে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।পানিয় জল সরবরাহের উৎস এবং দেশের গ্রামীণ জনবসতিতে মধ্যে ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য একটি ওয়েব ভিত্তিক সিস্টেম. এটি শহুরে জল সরবরাহ প্রকল্প, যা গ্রামীণ জনবসতিতে পানি সরবরাহের এর প্রবেশ করতে সক্ষম. উদ্যম তাদের অবস্থানে এবং জলের গুণমান মান পরীক্ষা সহ সব পানিয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

তবে ভারতের মতো দেশগুলিতে বৈদ্যুতিন শাসন বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা থেকেই যায়। বৈদ্যুতিন প্রশাসন, বৈদ্যুতিন নাগরিক ও বৈদ্যুতিন পরিষেবা, বৈদ্যুতিন সমাজের ধারনার মাধ্যমে এই উন্নয়নের পথ আরো স্পষ্ঠ হয়েছে। তবে বৈদ্যুতিন শাসন বাস্তবায়বে কিছু সমস্যা এখনও থেকে গেছে প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব,উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মতো জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, শিক্ষা-প্রশিক্ষন ব্যবস্থার অভাব, সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহার না করতে পারার অক্ষমতা, উপযুক্ত কমী মনোভাবের অভাবে গ্রামীণ এলাকায় বৈদ্যুতিন শাসনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোয় বাধা সৃষ্টি হয়েছে। তবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৃতীয় পর্যায়ে যাওয়ার সাহস রাখে।প্রত্যন্ত গ্রামেও বৈদ্যুতিন শাসনের ধারনার বিস্তার সাম্য-স্বাধীনতার মতো অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারনার সাফল্যকে প্রকাশ করে। তাই সেদিক থেকে বিচার করলে বৈদ্যুতিন শাসনের সঙ্গে অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণার ইতিবাচক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। আর উপযুক্ত প্রশিক্ষন ব্যবস্থা ও শিক্ষার বিস্তার বৈদ্যুতিন শাসনকে অধিকার রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হবে।

সূত্রনির্দেশিকা

---

[i] **সেন অমর্ত্য, অনুবাদ অরবিন্দ রায় (২০০৫), 'উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা', আনন্দ , কলকাতা, পৃষ্টা ১৫।**

[ii] Centre for development & human rights:[2004] The right to development,sage publication, new delhi,p-22

[iii] ঐ,পৃষ্টা-২৩

[iv] ঐ

[v] ঐ,পৃষ্টা,২৪

[vi] ঐ,পৃষ্টা,২৫

[vii] http;//www.indianmba.com/Faculty columm/FC1095/Fc1095-html

[viii] RICHARD HEEKS [2001] Understanding e-Governance for Development, Published by: Institute for Development Policy and Management,p-2 View/Download from: http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig

[ixix] ঐ,পৃ:৩

[x] The Right to development; p-53

[xi] Audrey N. Selian [August 2002], ICTs in Support of Human Rights, Democracy and Good Governance, INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, p-20, available at https://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/humanrights/ICTs%20and%20HR.pdf

[xiixii] **Mrinalini Shah** [2007] **E-Governance in India: Dream or reality?, India***International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT)*, , Vol. 3, Issue 2, pp. 125-137,**p-100**